রুবাইয়াৎ

বদনজর, জাদুটোনা, জিন-পরীর আছর ইত্যাদির

শরঈ চিকিৎসা বিষয়ক অনবদ্য গ্রন্থ

রুকইয়াহ

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সম্পাদনা

আলী হাসান উসামা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

মাকতাবাতুল আসলাফ

রুকইয়াহ

© আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০১৯
ISBN: 978-984-94065-3-2

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রুফ সমন্বয়: আসলাফ প্রুফ টিম

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ এবং বাঁধাই: Xein Tech, 01909636616, 01799211219.

অনলাইন পরিবেশক:

নিয়ামাহ বুকশপ

• নিয়ামাহ বুকশপ। ফোন: 01758715492

www.niyamahshop.com || /niyamahbook

ঘরে বসে অনলাইনে যে কোনও বই পেতে নিয়ামাহ বুকশপ এ যোগাযোগ করুন

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

Ruqyah by Abdullah Al Mahmud, published by Maktabatul Aslaf of Bangladesh.

মুদ্রিত মূল্য: ৩৬০ টাকা মাত্র

মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং ১৮, আন্ডারগ্রাউন্ড
ইসলামিক টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ: 01762391754, 01733498004

লেখকের কথা

এক.

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রুকইয়াহ বইটি এখন আপনার হাতে। বইটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ২০১৮ সনের অক্টোবরে। এটি বইয়ের দ্বিতীয় প্রকাশ।

সত্যি বলতে এটা নিয়ে আমার না বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল, আর না তেমন কোনো যোগ্যতা। যখন যে ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সকল প্রশংসার হকদার আমার রব আল্লাহ!

রুকইয়াহ শারইয়ার গুরুত্ব নিয়ে বইয়ের ভেতর আলোচনা হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে এখানে আর না বলি।

তবে একটা বিষয় কি, যখন দেখতাম জিন শয়তানেরা মানুষকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে খেলছে, মানুষ তাদের ভয়ে ফ্যাঁকাসে মুখ নিয়ে রাত কাটাচ্ছে, জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে মানুষ শয়তান— কবিরাজ-জাদুকরগুলো আল্লাহর জমিনে ইচ্ছেমত শয়তানি করে যাচ্ছে, এদের জন্য কারও ঘর ভাঙছে, কেউ বছরের পর বছর ধরে অসুস্থ হয়ে থাকছে, কারও বারবার মিসক্যারেজ হচ্ছে, অথবা প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রীর দিনে দিনে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে; এত কিছুর পরেও কবিরাজদের কেউ কিছুই বলছে না। তাদের কুফরী-শিরকী কর্মকান্ডের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সামান্য কিছু হলে মাদরাসাপড়ুয়ারা পর্যন্ত কাফির তান্ত্রিক-কবিরাজের দরজায় ধরণা দিচ্ছে। অবচেতন মনে পুরো সমাজ এই শয়তানগুলোকে বসিয়ে রাখছে রবের আসনে। আল্লাহর পানাহ! আমি তখন এই বিষয়গুলো মেনে নিতে পারতাম না, হিসাব মিলত না, এমন কেন হবে?

আমার কাছে সবচেয়ে বেশী জঘন্য মনে হতো কাউকে নিজের ইচ্ছার বিপরীতে বাধ্য করার বিষয়টা। যেমন ধরুন, একটা মানুষের ওপর জিন ভর করে তার শরীর ব্যবহার করে কথা বলছে, যা খুশি করছে, অথবা কাউকে বশ করে যা ইচ্ছা করানো হচ্ছে, অথবা দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হচ্ছে। আরও খারাপ লাগত যখন দেখতাম মানুষ সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কবিরাজদের

দরজায় ঘুরে ঘুরে দুনিয়া-আখিরাত সব নষ্ট করছে। এগুলো আমার কাছে মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে হতো। অনুভব করতাম এখানে অন্য কিছু হওয়া উচিত, যা হচ্ছে না।

যা হোক, আল্লাহর শোকর! দেরিতে হলেও আমাদের দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। এখন অনেকেই রুকইয়াহ শারইয়াহ বিষয়ে জানছে। ইসলাম সম্মত স্প্রিচ্যুয়াল হিলিং দিনদিন জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হচ্ছে। তবে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না, শয়তান বসে নেই, আমাদেরও বসে থাকা যাবে না। সচেতন মানুষের সংখ্যা হাজার থেকে লাখে, লাখ থেকে কোটিতে নিয়ে যেতে হবে। সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমকেই চালু করতে হবে। সত্যি বলতে, জিন-জাদুর সমস্যাগুলো সমাজে মহামারির মত ছড়িয়ে আছে অথচ সমাধান মাত্র গুটিকয়েক মানুষের হাতে বন্দি থাকবে, এমনটা হওয়ার কথা না। যে জিনিসের প্রয়োজন বেশি তার লভ্যতাও সহজ হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে আমরা সেলফ রুকইয়াহ— তথা প্রফেশনাল কারও সহায়তা ছাড়া, নিজেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেভাবেই পুরো গ্রন্থের অধ্যায়গুলো সাজিয়েছি। আমার জানামতে যা প্রচলিত অন্য কোনো গ্রন্থে করা হয়নি। তবে হ্যাঁ! এর পাশাপাশি প্রফেশনাল রাক্বীদের জন্যও এটি উপকারী গাইডবুকের কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

বইটি লিখতে গিয়ে বারবার থেমে গিয়েছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অলসতা আর শয়তানের কুমন্ত্রণার জন্য অল্প কাজ করতেও অনেক দেরি হয়েছে। মাঝেমাঝে উস্তায মুহাম্মাদ তিম হাম্বলকে মেইল করেছি 'উস্তায, আমি আর পারছি না!' উনি উৎসাহ দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন, দুআ করেছেন।

মাঝেমাঝে উনি আমাকে সূক্ষ্ম কিছু বিষয়ে রিমাইন্ডার দিতেন, যেগুলো চলার পথে শক্তি যোগাত। একদম প্রথম মেইলের রিপ্লাইতে বলেছিলেন (ভাবানুবাদ) 'বাঙালি কমিউনিটিতে এসব শয়তানির চর্চা সবচেয়ে বেশি, তুমি এমন জায়গায় রুকইয়াহ নিয়ে কাজ করছ, যেখানে শয়তানি জাদুর ছড়াছড়ি অথচ সুন্নাহসম্মত সমাধান খুবই বিরল। খুব সতর্কতার সাথে কাজ করবে আর নিজের শত্রুর চেয়ে গুনাহের ব্যাপারে বেশি ভয় করবে। কারণ, তোমার শত্রু তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে না, কিন্তু তোমার গুনাহ শত্রুকে সুযোগ করে

দিতে পারে তোমার ক্ষতি করার।'

এছাড়াও অনেক উস্তায, সহপাঠী এবং বড়ভাই এই কাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিক।

রুকইয়াহ শারইয়ার কাজটি এতদূর আসা এবং এতদিন এই মেহনতে অটল থাকার পেছনে আরেকজনের বড় অবদান রয়েছে। আমার ভাতিজী। তার জন্য দিল থেকে অনেক অনেক দুআ রইলো। আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বদা তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুক।

জানিয়ে রাখা ভালো, এই বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর বিরাট একাংশ জেনেছি উস্তায মুহাম্মাদ তিমের প্রবন্ধ, দরস এবং ওয়ার্কশপের আলোচনা থেকে। আরেকটি অংশ পেয়েছি শাইখ ওয়াহিদ আব্দুস সালামের কয়েকটি বই থেকে। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতা তো আছেই, এছাড়া আমার দুজন শাইখ মুফতি কেফায়াতুল্লাহ এবং হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী (হাফিযাহুমাল্লাহ)-এর হাদিসের দরস এক্ষেত্রে অনেক উপকারি ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ উনাদের ইলম এবং বরকত দ্বারা আমাদের আরও উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিক।

তিন.

পেছনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, এখানে সেগুলো বলে অহেতুক কালক্ষেপণ না করি। সারাংশ হচ্ছে, ফেসবুকে রুকইয়াহ শারইয়াহ সিরিজ শুরু করার মাসখানেক পরেই কিছু ভাই এবং উস্তায পরামর্শ দিয়েছিলেন সব লেখা একসাথে করে যেন বই বানিয়ে ফেলি। লেখার সংখ্যা প্রায় ৫০ ছাড়িয়ে যাবার পর সেগুলো একত্র করা হয়, এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে সেগুলোকে বইয়ের ধাঁচে নিয়ে আসা হয়। এতে লেখাগুলোর লাইনে লাইনে এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। এরপর প্রায় সমপরিমাণ লেখা নতুন করে যোগ হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের এডমিন ভাইয়েরা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, তাদের ছাড়া এই কাজ শেষ করা অনেক কঠিন হত। এরপর প্রকাশনী সংশ্লিষ্ট ভাইয়েরা এবং শ্রদ্ধেয় সম্পাদকদ্বয় প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা আর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও উনারা এত বড় কাজটা হাতে নেয়ার সাহস করেছেন, এরপর যত্নের সাথে সমাপ্তও করেছেন। আল্লাহ যেন সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দেন। ইখলাসের সাথে যারা যারা এদেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে কাজ করছেন, আগামীতে করবেন সবার ওপর রহমত নাযিল করেন। প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন, সব ধরনের শয়তানি চক্রান্ত আর বিপদআপদ

থেকে হিফাজত করেন। আমীন।

চার.

বইটি পড়ার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত -

১. মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তানের ভয় আপনার মন থেকে এখনই বের করে ফেলুন। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২. এই সমাজে কুফরি জাদু যেহেতু খুবই সহজলভ্য, তাই আপনার জন্য উচিত হল এখন থেকেই নিজের হিফাজতের জন্য প্রতিদিনের মাসনূন আমল এবং যিকর-আযকার নিয়মিত পালন করা শুরু করে দেয়া। আর মাঝেমাঝে রুকইয়ার গোসল করা। যাতে জিন, জাদু, নজর ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন, আর সামান্য প্রভাব পড়লেও সেটা বেড়ে ওঠার আগেই যেন ঠিক হয়ে যায়।

৩. এই বইয়ের বেশিরভাগ আলোচনাই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে নেয়া হয়েছে, পরের অধ্যায়গুলোর আলোচনা অনেকাংশেই পূর্বের অধ্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে না পড়ে, মাঝ থেকে শুরু করলে অনেকেই অনেক কিছু বুঝবে না। বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত।

৪. আরেকটা বিষয় হল, এই বইয়ে যা পড়বেন, মাঝেমাঝে সেটা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। সম্ভব হলে সোশ্যাল মিডিয়া বা রোজনামচার খাতায় সারাংশ লেখার চেষ্টা করুন। আর যদি থিওরিগুলো সরাসরি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে, তাহলে প্রথম থেকেই প্রাকটিস শুরু করে দিন। গতানুগতিক আর দশটা বইয়ের মতো শুধু পড়ে এই বইটা শেষ করে দিলে দিন শেষে খুব বেশি ফায়দা পাবেন না।

সাধারণ পাঠক হলে এটা সাধারণ পরামর্শ আর এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করুন।

৫. এই প্যারানরমাল বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অনেকে এক ধরনের ওয়াসওয়াসায় ভোগে, তখন যেকোনো সমস্যার সাথেই জিনভূতের কানেকশন অথবা জাদুর গন্ধ খুঁজে পায়। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান এই প্রবণতা থেকে বহুক্রোশ দূরে, তাই সতর্ক থাকবেন।

৬. অকারণে ঝুঁকি নিতে যাবেন না। যা বুঝবেন না, তা করতে যাবেন না। বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে তার মানে এই না যে, সব সময় পরিস্থিতি আপনার জন্য

সহজই হবে।

৭. এমন পরিস্থিতিতে যদি পড়েন, কী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই বই উল্লেখিত সব পদ্ধতি অনুসরণ করা শেষ, অথবা এরকম পরিস্থিতে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাহলে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যান, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার এবং দুআ করুন। আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন...

পাঁচ.

দুটি বিষয়ে বলে রাখা ভালো,

গতবার বই প্রকাশের পর আমার পরিচিত অনেকে যে সমস্যায় পড়েছেন তা হল, অনেক পাঠক আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা বা ফোন নাম্বারের জন্য পিড়াপীড়ি করেছেন। সত্যি বলতে আমার একার পক্ষে এতজনকে হেল্প করা দুঃসাধ্য ব্যপার, অনেকের তেমন কোনই দরকার নেই, বইয়ের তাঁর চিকিৎসা দেয়া আছে, শুধুমাত্র 'মনের সান্ত্বনার জন্য' আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন! আগামীতে কেউ এমনটা না করলে ভাল হয়। এই বইয়ে রুকইয়াহ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আছে, আল্লাহর ওপর ভরসা সেগুলো অনুসরণ করতে থাকুন। আর একান্তই পরামর্শের দরকার হলে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে আলোচনা এবং একে অপরকে সহায়তার জন্য আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে "রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ – Ruqyah Support BD" সেখানে আপনার সমস্যা লিখে পোস্ট করতে পারেন। [১]

আর রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডির একটি ওয়েবসাইটও রয়েছে, যেখানে রুকইয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, রুকইয়ার অডিও, ভিডিও, পিডিএফ, অ্যাপস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে। [২]

ছয়.

গ্রন্থের এই সংস্করণে কিছু পরিবর্তন এসেছে, জাদু সংক্রান্ত আলোচনায় বেশ কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি। ওয়াসওয়াসার আলোচনাটা ঢেলে সাজিয়েছি, সেখানে কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে উদাহরণ হিসেবে দেয়া পূর্বের ঘটনাগুলোর কিছু বাদ দিয়েছি, আর কিছু নতুন যুক্ত করেছি। কিছু রেফারেন্স

[১] গ্রুপের লিংক- facebook.com/groups/ruqyahbd

[২] ওয়েবসাইটের ঠিকানা- www.ruqyahbd.org

বাদ পড়েছিল, সেগুলো যুক্ত করে দেয়া হয়েছে আর মুদ্রণপ্রমাদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর মাঝেমাঝে ছোটখাটো সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। আল্লাহ যতদিন হায়াতে রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ এই সংশোধনের ধারা চলতে থাকবে।

সাত.

চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চটা উপস্থাপন করতে। তবুও মানুষের রচিত গ্রন্থ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভুল থেকে যাবে। যদি এমন কিছু আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। [৩]

আর যে ভাই অথবা বোন এই বইটা পড়বেন, অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটু আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। বেঁচে থাকলে যেন হিদায়াতের ওপর থাকি, আর মরে গেলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই।

আল্লাহ আমাদের চিরকাল তাঁর সন্তুষ্টির ওপর থাকার তাওফীক দিন, আমীন!

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

[৩] আমার ফেসবুক প্রোফাইল- facebook.com/thealmahmud ইমেইল ঠিকানা- almahmudbd@yahoo.com

সূচিপত্র

১ম অধ্যায় : রুকইয়াহ পরিচিতি (১৫-৬৭)

রুকইয়াহ কি? ১৫

তিন স্তরের রুকইয়াহ ১৬

সুন্নাহ সম্মত যত রুকইয়াহ ১৮

রুকইয়াহ সাপ্লিমেন্টারি ২৭

রুকইয়ার অডিও নিয়ে জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর ৩৮

রুকইয়ার গোসল ৪৩

রুকইয়াহ শারইয়্যাহর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ৪৭

কেন অন্যের জন্য রুকইয়াহ করবেন? ৪৯

একজন ভালো রাক্বীর বৈশিষ্ট্য ৫৯

রুকইয়ার প্রস্তুতি ৬৩

রুকইয়াহ করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো ৬৫

২য় অধ্যায় : বদনজর (৬৮-৯০)

বদনজর বিষয়ে ইসলামী আক্বীদা ৬৮

বদনজরের প্রামাণিকতা—কুরআন থেকে ৬৮

বদনজরের প্রামাণিকতা—হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে ৭১

আকাবির এবং আসলাফের মূল্যায়ন ৭৫

নজর কখন লাগে এবং কখন লাগে না ৭৭

বদনজর থেকে বাঁচার উপায় ৭৮

বদনজর আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ৮০

বদনজরের চিকিৎসা ৮৩
বদনজর-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ৮৮

৩য় অধ্যায় : জিনের স্পর্শ (৯১-১৩৯)

জিন আসর করার ব্যাপারে ইসলামী আক্বীদা ৯২
কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ ৯৩
রাসূল ﷺ -এর হাদীস থেকে প্রমাণ ৯৪
সালাফে সালেহীনের কিছু ঘটনা ৯৯
জিনের আসরের প্রকারভেদ ১০১
কেন মানুষের ওপর জিন আসর করে? ১০৩
কোন সময় মানুষ আক্রান্ত হয়? ১০৬
জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয় ১০৮
জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ১১০
জিন আসরের চিকিৎসা ১১২
জিনের রোগীর জন্য রুকইয়াহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি ১১৪
জিন আপোষে না গেলে করণীয় ১১৮
জিনের চিকিৎসায় রাক্বীর জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় ১২১
রাত্রিতে জিনের সমস্যা ১২৬
জিনের রোগীর রুকইয়াহ প্রসঙ্গে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা ১২৯
বাড়িতে জিনের সমস্যা থাকলে করণীয় ১৩৫

৪র্থ অধ্যায় : জাদুগ্রস্ত (১৪০-২১৪)

জাদুটোনার ব্যাপারে ইসলামী আক্বীদা ১৪০
জাদু প্রসঙ্গে আল-কুরআন ১৪০

জাদু প্রসঙ্গে হাদীস ১৪৪
সালাফদের মতামত ১৪৭
জাদুর প্রকারভেদ ১৪৮
জাদুর চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু কথা ১৫২
জাদুবিদ্যা অনুসরণকারী কবিরাজ চেনার কিছু লক্ষণ ১৫৫
জাদুর জিনিসপত্র বা তাবিজ কীভাবে নষ্ট করবেন ১৫৭
জাদুর সাধারণ রুকইয়াহ ১৬০
বিয়ে ভাঙার জাদু ১৬৬
সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদু ১৬৯
আসক্ত বা বশ করার জাদু ১৭৪
পাগল বানানো বা মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু ১৭৯
অসুস্থ বানানো বা হত্যা করার জাদু ১৮৩
ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত স্রাবের সমস্যা ১৯০
সহবাসে অক্ষম করার জাদু ১৯৪
গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জাদু ১৯৮
মাসনূন আমল ২০৪
সকাল-সন্ধ্যার আমল ২০৫
ঘুমানোর সময়ের আমল ২০৮
হিফাজতের জন্য আরও কিছু আমল ২১২

৫ম অধ্যায় : ওয়াসওয়াসা রোগ (২১৩-২২৬)

ওয়াসওয়াসা রোগ ২১৩
ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ২১৪
কীভাবে ওয়াসওয়াসা রোগ কাটিয়ে উঠবেন ২১৬
ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আরও কিছু পরামর্শ ২১৭

৬ষ্ঠ অধ্যায় : সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ

(২২৭-২৩৬)

সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ. ২২৭

ব্যথার জন্য রুকইয়াহ. ২২৮

মানসিক সমস্যার জন্য রুকইয়াহ ২২৯

অনিদ্রা (insomnia). ২৩০

চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ. ২৩২

তোতলামির সমস্যায় করণীয়. ২৩১

শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ ২৩২

হাড়ক্ষয় রোগের জন্য রুকইয়াহ. ২৩২

অলসতা, ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ. ২৩৩

অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ. ২৩৪

৭ম অধ্যায় : পরিশিষ্ট

(২৩৭-২৭২)

শিশুদের জন্য যেভাবে রুকইয়াহ করবেন ২৩৭

আল-আশফিয়া: ৭ দিনের রুকইয়াহ ডিটক্স প্রোগ্রাম ২৩৯

সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম ২৪৪

সুস্থ হতে আমার এত দেরি লাগছে কেন? ২৪৭

কীভাবে বুঝব আমার রুকইয়াহ করা শেষ? ২৫১

কিছু প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তক. ২৫৩

রুকইয়াহর আয়াত ২৫৪

রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ ২৫৬

আয়াতে শিফা ২৬৪

আয়াতুল হারক ২৬৫

রুকইয়ার উপযোগী কিছু দুআ ২৬৯

অধ্যায়-১ রুকইয়াহ পরিচিতি

রুকইয়াহ কী?

আভিধানিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, সম্মোহন, জাদু, তাবীজ, কবচ ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা সাধারণত ঝাড়ফুঁক বোঝানো হয়। মন্ত্র বোঝাতেও আরবীতে রুকইয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র মানে বিশেষ কিছু অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা। যেমন : এমন কিছু আবৃত্তি করে ফুঁ দেওয়া, যার ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর মধ্যে শরঈ ঝাড়ফুঁক যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি কুফরী জাদুবিদ্যার মন্ত্রপাঠও অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়াহর পরিভাষায় রুকইয়াহ শব্দটি একটু ভিন্নমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কুরআনের আয়াত, দুআ কিংবা আল্লাহ তাআলার কোনো নাম বা সিফাত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে—যেমন : নিজের বা অন্যের সুস্থতার জন্য, কিংবা অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য—একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চেয়ে পাঠ করে, পরিভাষায় সেটাকে 'রুকইয়াহ' বলা হয়। উল্লেখ্য, রুকইয়াহ শারইয়্যাহ-এর সংজ্ঞাও এটাই।

কেন এই রুকইয়াহ?

শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক রোগের জন্য রুকইয়াহ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সেই রোগের চিকিৎসা থাকুক কিংবা না থাকুক, সর্বাবস্থায় যেকোনো রোগের জন্য রুকইয়াহ করা যায়। রুকইয়াহ মনের আশা পূরণের জন্য কোনো জাদুমন্ত্র নয়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য কিংবা দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য এটা কোনো তদবীর নয়। রুকইয়াহ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা বা ব্যবসায় উন্নতি করার ওযীফাও নয়। বরং এটা একটা চিকিৎসা পদ্ধতি মাত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

রুকইয়াহ সংক্রান্ত কিছু পরিভাষা

সেলফ রুকইয়াহ: প্রফেশনাল কোন রাক্বির সহায়তা ছাড়া নিজেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করা।

রাক্বী: যিনি অন্যের ওপর রুকইয়াহ করেন।

আয়াতুল কুরসি: সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াত।

আয়াতুল হারক: জাহান্নাম, আজাব এবং গজব সংক্রান্ত আয়াত।

আয়াতুশ শিফা: যেসব আয়াতে সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আয়াতে শিফা ৬টি। যথা: সূরা তাওবাহ ১৪, সূরা ইউনুস ৫৭, সূরা নাহল ৬৯, সূরা বনি ইসরাইল ৮২, সূরা শুআরা ৮০, সূরা হা-মীম সাজদা ৪৪ নং আয়াত।

তিন কুল: সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস।

চার কুল: সূরা কাফিরুন এবং তিনকুল।

আট সূরা: সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল, ইখলাস, ফালাক, নাস।

তিন স্তরের রুকইয়াহ

রুকইয়াহ শারইয়্যাহ'র ক্ষেত্রে যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুলোকে আমরা তিন স্তরে ভাগ করতে পারি: ১. সর্বোত্তম ২. উত্তম ৩. বৈধ।

আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এর আগে জেনে রাখা ভালো যে, আপনাকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটা ক্যাটাগরি থেকেই পড়তে হবে, এমনটা জরুরি নয়। আপনি চাইলে উল্লিখিত সর্ব প্রকারের আয়াত এবং দুআ থেকে পড়তে পারেন, অথবা চাইলে যে কোনো এক প্রকারের রুকইয়াহ থেকে পড়তে পারেন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শুধু মাসনূন রুকইয়াহগুলো বারবার পড়ে দীর্ঘক্ষণ রুকইয়াহ করলে তুলনামূলক বেশি উপকার হয়, আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়।

আরেকটি কথা, 'সাধারণ রুকইয়ার আয়াত' বলতে যে আয়াতগুলো আমরা বুঝি, সেটা নিচে উল্লিখিত প্রথম দুভাগের রুকইয়াহ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

১. সর্বোত্তম এবং সুন্নাত রুকইয়াহ (أَفْضَل)

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জিবরীল আ. অথবা সাহাবায়ে কিরাম রা. যেসব দুআ এবং আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন।

যেমন:

اللَّهمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রভৃতি।

খ. যেসব আয়াত এবং দুআ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে, বিপদ থেকে বাঁচতে, কিংবা সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন অথবা কাউকে পড়তে বলেছেন। যেমন: সম্পূর্ণ সূরা বাকারা, আয়াতুল কুরসী, সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন দুআসমূহ।

গ. কুরআনুল কারীম অথবা বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নবীগণের দুআ। যেমন:

হযরত আইয়ূব আ.-এর দুআ—

رَبِّ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত মূসা আ.-এর দুআ—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুআ—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

২. উত্তম রুকইয়াহ (خَيْر)

কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াত আক্রান্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। মাসনূন রুকইয়ার পর তুলনামূলকভাবে এ সকল আয়াত অন্যান্য আয়াতের চেয়ে অধিক উপকারি। উদাহরণস্বরূপ:

যে আয়াতে জাদুর কথা আছে, সেটা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য। যে আয়াতে জিন বা শয়তানের কথা আছে, সেটা জিনের রোগীর জন্য অধিক উপকারি। যেমন:

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সূরা আরাফ: ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস: ৮১-৮২, সূরা ত্বহা: ৬৯

নম্বর আয়াত।

জিন-আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সূরা বাকারা: ১০২, সূরা সফফাত: ১-১০ এবং সূরা জিন: ১ থেকে ৯ নম্বর আয়াত।

বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সূরা ইউসুফ: ৬৭, সূরা কাহাফ: ২৯ এবং সূরা কালামের শেষ ২ আয়াত।

হাড়ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় সূরা ইয়াসীন: ৭৮-৭৯ এবং সূরা ক্বিয়ামাহ: ৩-৪ নম্বর আয়াত।

৩. বৈধ রুকইয়াহ (مُبَاحٌ)

এ ছাড়া আপনি কুরআনুল কারীমের অন্য যেকোনো আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে কোনো দুআ দিয়ে রুকইয়াহ করতে পারেন। এর পাশাপাশি নিজে থেকে চাইলে কোনো দুআও করতে পারেন। যেমন: প্রসিদ্ধ কিছু দুআ হচ্ছে—

اَللّٰهُمَّ أَبْطِلْ كُلَّ سِحْرٍ أَيْنَمَا كَانَتْ وَكَيْفَمَا كَانَتْ

"হে আল্লাহ, সব জাদুটোনা ধ্বংস করে দাও; তা যেখানেই থাকুক এবং যেভাবেই থাকুক।"

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلِ الشِّفَاء وَارْفَعْ كُلَّ الدَّاء

"হে আল্লাহ, সুস্থতা অবতীর্ণ করো এবং সব রোগব্যাধি তুলে নাও।"

শরঈ বিধানের সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে ওপরের সবগুলোই জায়িয। আর সবগুলোই রুকইয়াহ শারইয়্যাহর মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

সুন্নাহ সম্মত যত রুকইয়াহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক মুক্তি এবং সফলতার জন্য তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাই এবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের রুকইয়ার কিছু পদ্ধতি দেখব।

তবে সতর্কতাস্বরূপ একটা বিষয় প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত, এখানে রুকইয়ার যেসব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হবে, এর মধ্যে যেগুলোতে রোগীকে স্পর্শ করার কথা এসেছে, সেগুলো সাধারণভাবে গাইর মাহরামদের ওপর রুকইয়াহ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গাইর মাহরামদের ক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না। যেমন: শুধু কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা কিংবা তিলাওয়াত করে ফুঁ দেওয়া প্রভৃতি।

১. দুআ, আল্লাহর নাম অথবা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা (কোনো ফুঁ দেওয়া বা স্পর্শ করা ব্যতীত)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

"আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনি কি (আল্লাহর কাছে আপনার সমস্যার ব্যাপারে) অভিযোগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল আ. বললেন—

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

আমি আপনাকে আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি—সেই সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। সকল প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনজর থেকে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুক; আমি আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি।" [১]

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"আবদুল আযীয রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং সাবিত একবার আনাস ইবনু মালিক রা.-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, হে আবূ হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস রা. বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

[১] মুসলিম : ৪০৬৩

রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করব না? তিনি বললেন, নিশ্চয়! তখন আনাস রা. বললেন—

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

'হে আল্লাহ, হে মানুষের রব, হে ব্যথা নিবারণকারী, তুমি আরোগ্য দান করো। তুমিই তো আরোগ্যদাতা। তুমি ব্যতীত আর কোনো আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।' " [২]

২. রোগীর মাথায় অথবা আক্রান্ত অঙ্গে হাত রেখে তিলাওয়াত করা

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي ، وَغَيْرَهُمْ

"উসমান ইবনু আবিল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তার শরীরের এক ধরণের ব্যথার ব্যাপারে বললেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সময় থেকে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা হয়, তার ওপর তোমার হাত রেখে তিনবার বলবে—"بِاسْمِ اللَّهِ" এবং সাতবার বলবে—

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণ: আ 'ঊযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়াকুদরতিহি মিন শাররি মা-আজিদু ওয়াউহা-যিরু।

অর্থ: আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি এমনটা করলাম আর ব্যথা ভালো হয়ে গেল। এরপর থেকে আমার পরিবারের বা অন্য কারও সমস্যা হলে আমি এটা করতে নির্দেশ দিতাম।" [৩]

৩. তিলাওয়াত করার পর ফুঁ দেওয়া

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ

[২] বুখারী : ৫৪১০

[৩] মুসলিম : ৪০৮৯, তিরমিযী : ২০০৬

أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِيَّ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ

"ইয়াযিদ ইবনু আবি উবাইদাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সালামা রা.-এর পায়ের গোছায় একটি ক্ষত চিহ্ন দেখে বললাম, এটা কী? তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। লোকেরা বলতে লাগল যে, সালামা আহত হয়েছেন। এরপর আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নেওয়া হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত আমি সেখানে কোনো ধরণের ব্যথা অনুভব করিনি।" [৪]

৪. তিলাওয়াত করার পর থুতু দেওয়া, অথবা হাতে থুতু নিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগানো

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : "أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ ، فَأَتَوْهُمْ ، فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا ، فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

"আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একদল সাহাবী এক সফরে ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা একটি আরব গোত্রের নিকট স্বল্পকালীন অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে মেহমান হতে চান; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনাক্রমে সেই গোত্রের সর্দারকে সাপ দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ করার জন্য সবরকম চেষ্টা-তদবীর করে; কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। তখন তাদের একজন বলল, তোমরা যদি ওই দলের কাছে যেতে, যারা তোমাদের কাছে এসেছিল, তাহলে হয়তো ভালো

[৪] বুখারী : ৩৪৬৯

হতো। তাদের কাছে কোনো তদবীর থাকতে পারে। তখন তারা এসে বলল, হে দলের লোকেরা, আমাদের সর্দার দংশিত হয়েছেন। আমরা তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছি; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কোনো তদবীর আছে? কাফেলার একজন বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারি করো নি। তাই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে। তখন তারা বিনিময়স্বরূপ তাদের একপাল বকরি দিতে সম্মত হলো। তারপর সেই সাহাবী সেখানে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পড়ে থুতু দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হলো, যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠল। সে এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল, যেন তার কোনো রোগই নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা যে পারিশ্রমিক ঠিক করেছিল, তা পরিশোধ করল। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, এগুলো বণ্টন করে দাও। তখন যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই ঘটনা জানাচ্ছি এবং তিনি আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা এই পারিশ্রমিক বণ্টন করব না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি করে জানলে যে এটা (সূরা ফাতিহা) একটা 'রুকইয়াহ'? তোমরা ঠিকই করেছ। তোমরা এগুলো বণ্টন করে নাও এবং সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখো।" [৫]

৫. একাধিক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা

উপরে উল্লিখিত হাদীসটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনোটায় ফুঁ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কোনোটায় থুতু দেওয়ার কথা এসেছে, কোনোটায় আবার থুতু নিয়ে ওই জায়গায় লাগানো এবং বারবার হাত বুলানোর কথা এসেছে। আরেকটি বর্ণনায় উক্ত সাহাবী সাত বার সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন বলে উল্লিখিত রয়েছে। সবগুলো সূত্র একত্র করলে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই রুকইয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আমরাও একসাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলিমরা ওপরের দুটো পদ্ধতি (ফুঁ দেওয়া এবং থুতু দেওয়া)-এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন—'এমনভাবে ফুঁ দেওয়া, যেন সাথে হালকা থুতুও বেরিয়ে আসে।' এটা রুকইয়ার পর শুধু ফুঁ দেওয়ার চাইতে অধিক উপকারি।

[৫] বুখারী : ৫৩৩৫

আর হ্যাঁ, ফুঁ এর সাথে থুতু বেরিয়ে আসা মানে একদলা থুতু নয়; বরং জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে একটু জোরে ফুঁ দেওয়া, যাতে স্প্রের মতো সামান্য থুতু বেরিয়ে আসে। যেমনটা উক্ত গ্রন্থের ওয়াসওয়াসার অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নামাযের মাঝে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে বামে তিনবার থুতু ফেলা।[৬] তো নামাযের মধ্যে কেউ যদি মসজিদে অবস্থানরত হয়, তখন সে নিশ্চয়ই একদলা থুতু ফেলবে না।

এ প্রসঙ্গে নিচে ১০ নম্বর পয়েন্টের হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য।

৬. পড়ার পরে হাতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে বা পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নেওয়া

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

"আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যথা অনুভব করলে নিজেই 'মুআওয়িজাত' সূরাগুলো (অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা বৃদ্ধি পেলে আমি সেগুলো পড়ে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে ব্যথায় স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।" [৭]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যেহেতু বরকত আছে, তাই নিজে হাত বুলানোর বদলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ফুঁ দিয়ে সেটা ব্যথার জায়গায় বুলিয়ে দিতেন। *বুখারী*তে এই হাদীসের সাথে আরেকটু বর্ধিত হয়েছে,

فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ

"...যুহরী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে ফুঁ দিতেন? তিনি বললেন, হাতে ফুঁ দিতেন, এরপর চেহারায় হাত বুলিয়ে নিতেন।" [৮]

৭. ফুঁ দেওয়া ছাড়াই আক্রান্ত স্থানে কেবল হাত বুলানো

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

[৬] মুসলিম : ৪০৮৩

[৭] আবূ দাউদ : ৩৯০২

[৮] বুখারী : ৫৪০৩

"হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের অসুস্থদের ওপর ঝাড়ফুঁক করতেন এভাবে—ডান হাত বুলিয়ে দিতেন আর পড়তেন, হে আল্লাহ, মানুষের পালনকর্তা, আপনি যন্ত্রণা নিবারণ করুন। তাকে সুস্থতা দান করুন। আপনিই তো সুস্থতা প্রদানকারী। আপনার প্রদত্ত সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা। এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে কোনো রোগই আর অবশিষ্ট না থাকে।" [৯]

৮. ওষুধ, পানি, লবণ অথবা এরকম কিছুতে রুকইয়াহ করে সেটা ব্যবহার করা

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَدَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا ، وَلَا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ، وَيَقْرَأُ : قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

"আলী রা. বর্ণনা করেন, একটি বিচ্ছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযরত অবস্থায় দংশন করল। নামায শেষ করে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বিচ্ছুকে অভিশপ্ত করুন, এটা নামাযি কিংবা বেনামাযি কাউকে ছাড় দেয় না।' তারপর তিনি পানি আর লবণ আনতে বললেন এবং সূরা কাফিরূন, ফালাক, নাস পড়তে লাগলেন আর আহত স্থানে লবণ-পানি দ্বারা মালিশ করতে লাগলেন।" [১০]

কোনো কোনো বর্ণনায় শুধু সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের কথা আছে। আর কোনোটায় তা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে—পানিতে লবণ গুলিয়ে ওই জায়গায় ঢেলেছিলেন এবং চার কুল তথা সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়েছিলেন।

আরেকটি হাদীস—

قَالَ ثَابِت بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِفْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ

"সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআটি পড়লেন—

[৯] বুখারী : ৫৩২৯

[১০] আল-মুজামুল আওসাত : ৫৮৮৬। বর্ণনাটির সনদ হাসান পর্যায়ের।

اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ

'হে মানুষের প্রভু, রোগমুক্ত করুন।'

এরপর একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাত্বহানের [১১] এক মুঠো মাটি রাখলেন, এরপর সেখানে পানি ঢাললেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি তাঁর (সাবিত রা.) ওপর ঢেলে দেওয়া হলো।" [১২]

উল্লেখ্য, এই হাদীসের সনদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন কেননা সনদে ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে হাজার তাকে মাকবুল বা গ্রহণীয় বলেছেন। তাছাড়াও যেহেতু এর বিপরীত কোনো বক্তব্য অন্য কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং উল্টো অন্য অনেক হাদীস এর সমর্থন করে, তাই এটা দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি শাইখ বিন বায রহ. রুকইয়ার গোসল এবং পানিপান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দলিল হিসেবে এই হাদীসটাই উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া এখানে মূলত ওষুধ এবং রুকইয়ার মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আর এ দুটো স্বতন্ত্রভাবে সুন্নাহ।

৯. মাটি বা এরকম কিছুতে হাত দিয়ে দুআ পড়া, এরপর সেটা আক্রান্ত জায়গায় লাগানো

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُشْفَى

"আয়িশা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, মানুষ কোনো অসুস্থতা, ফোঁড়া কিংবা জখমের ব্যাপারে তাঁর কাছে বললে তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে এভাবে দুআ পড়তেন—

بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

অর্থ: আল্লাহর নামে, আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারও লালার সাথে (মিলিয়ে) আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মালিশ

---

[১১] বাত্বহান মদীনার একটি উপত্যকার নাম। এক হাদীসে এসেছে - বাত্বহান জান্নাতের প্রণালীসমূহের মধ্যে একটি প্রণালীতে অবস্থিত (সিলসিলা সহীহাঃ ২/৪১১) বাত্বহানের মাটির যে আলাদা উপকারিতা আছে তা এখান থেকেও বুঝে আসে। (সম্পাদক)

[১২] আবূ দাউদ : ৩৮৮৫

করছি)।"

(কথাটা বোঝাবার জন্য) হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উওয়াইনাহ রহ. তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল মাটিতে লাগাতেন, এরপর তুলে নিতেন। ইবনু আবি শাইবাহ রহ. সূত্রে لِيُشْفَى-এর স্থলে يُشْفَى বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

১০. পরপর কয়েকদিন রুকইয়াহ করা

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ

"খারিজাহ ইবনু সাল্‌ত তামিমী রা. থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, আপনারা এ ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারও কোনো ওষুধ বা ঝাড়ফুঁকের কিছু জানা আছে কি? কারণ, আমাদের নিকট একটি পাগল আছে, যাকে আমরা বেঁধে রেখেছি। আমরা বললাম, 'হ্যাঁ!' তখন তারা বাঁধা অবস্থায় এক পাগলকে নিয়ে এলো। 'আমি তিনদিন সকাল-সন্ধ্যা তার ওপর সূরা ফাতিহা পড়লাম। প্রতিবার পড়া শেষে থুতু ছিটিয়ে দিলাম।' তাতে সে (এভাবে সুস্থ হলো) যেন বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করল। এরপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দিলো। আমি বললাম, না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার আগে এটা গ্রহণ করতে পারি না। এই ঘটনা শুনে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের শপথ, লোকজন তো বাতিল ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি হক রুকইয়াহ দ্বারা রোজগার করেছ।" [১৪]

[১৩] মুসলিম : ৪০৬৯

[১৪] আবূ দাউদ : ৩৪২০

রুকইয়াহ সাপ্লিমেন্টারি

এ পর্যায়ে আমরা কিছু ওষুধ এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন লতা-পাতা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হব, যা রুকইয়ার সাথে ব্যবহার হয়। তবে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, এগুলো রুকইয়াহ না; বরং রুকইয়ার সম্পূরক বা কার্যকারিতাবর্ধক বস্তু। রুকইয়াহ হচ্ছে সেসব কাজ, যা আমরা একটু আগে বর্ণনা করলাম। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, রুকইয়ার সাথে এসব ব্যবহার করতেই হবে, এটা আবশ্যক না। যদি এগুলো সহজলভ্য হয় এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার যথেষ্ট ধারণা থাকে, তখন চাইলে রুকইয়ার সাপ্লিমেন্ট [১৫] হিসেবে এসব ব্যবহার করতে পারেন।

১. রুকইয়ার পানি

ক. সবচেয়ে উত্তম হলো যমযমের পানি। যমযমের পানিতে শিফা রয়েছে; উপরন্তু এর ওপর রুকইয়ার আয়াত পড়া হলে তার উপকারিতা বেড়ে যায় আরও বহুগুণ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ ،

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি, যাতে রয়েছে ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য এবং অসুস্থতার জন্য আরোগ্য।" [১৬]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, তা তার জন্যই (কার্যকরী হবে)।" [১৭]

---

[১৫] সহযোগী পথ্য, চিকিৎসার গতি বাড়াতে, ঔষধ এর উপকারিতা বাড়াতে যা ব্যবহার হয়

[১৬] আল-মুজামুল আওসাত : ৮১২৫, সনদ সহীহ

[১৭] ইবনু মাজাহ : ৩০৬২

খ. যমযমের পানির পর উত্তম হচ্ছে বৃষ্টির পানি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

"আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। আর তা দ্বারা বাগান ও ফসল উদগত করি, যা আহরণ করা হয়।" [১৮]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘটনা লক্ষণীয়:

قَالَ أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

"আনাস রা. বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তখন বৃষ্টি নামল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাপড় প্রসারিত করলেন, যাতে সেটা পানি স্পর্শ করে। আমরা বললাম, আপনি কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, কারণ এটা তার মহান রবের নিকট থেকে এখনই এসেছে।" [১৯]

গ. এই দুটোর কোনোটি না পেলে সাধারণ পানি হলেও চলবে। কিংবা বরকতের জন্য চাইলে সাধারণ পানির সাথে যমযম বা বৃষ্টির পানি মেশানো যেতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার জন্য সাধারণ পানিও ব্যবহার করেছেন। (পূর্বের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ব্যবহার: রুকইয়ার পানি সাধারণত পান করার জন্য এবং গোসলে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া রুকইয়াহ চলাকালীন রোগীর ওপর তা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাবীজ বা জাদুর কিছু পাওয়া গেলে সেটাকে রুকইয়ার পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।[২০]

২. হিজামা (কাপিং থেরাপি)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا

[১৮] সূরা ক্বাফ, আয়াত : ৯

[১৯] মুসলিম : ৮৯৮

[২০] রুকইয়ার পানি বিষয়ে আরও জানতে দেখুন : https://ruqyahbd.org/blog/664

عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

"আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তাকে হিজামার পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা করিয়েছেন। আবূ তায়বা রা. তাঁর হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দুই সা' [২১] খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তার থেকে পারিশ্রমিক কমিয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করো, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো হিজামা এবং সামুদ্রিক কস্টাস।" [২২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ , إِلَّا كُلُّهُمْ , يَقُولُ لِي : عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

"ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি অবশ্যই হিজামা করবেন।" [২৩]

ব্যবহার: রুকইয়ার পাশাপাশি হিজামা করানোর উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষতঃ জাদু বা বদনজর আক্রান্ত হওয়ার কারণে যদি অসুস্থ হয়, কিংবা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে রুকইয়ার সাথে হিজামা খুবই ফলপ্রসূ। অনেকের ক্ষেত্রে হিজামা করানোর পরেই কেবল পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, হিজামা একটি আরবী শব্দ, বাংলায় যাকে শিঙ্গা লাগানো বলে। আজকাল শিঙ্গার পরিবর্তে কাপের মাধ্যমেও হিজামা করানো হয়। একে কাপিং থেরাপি বলে।

৩. মধু

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"তার (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে শিফা।" [২৪]

---

[২১] এক সা' হল ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।

[২২] বুখারী : ৫৩৭১

[২৩] ইবনু মাজাহ : ৩৪৭৬

[২৪] সূরা নাহল, আয়াত :৬৯

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

"আবূ সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর দ্বিতীয়বার লোকটি আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল, আমি অনুরূপই করেছি (অন্য বর্ণনায় আছে: আমি অনুরূপই করেছি, কিন্তু সমস্যা তো বেড়ে যাচ্ছে)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে আবার মধু পান করালো। তখন সে আরোগ্য লাভ করল।" [২৫]

ব্যবহার: মধু সাধারণত খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, কালোজিরা আর মধু একত্রে খাওয়া প্রসিদ্ধ। তবে সুন্নাত হচ্ছে পান করা, অর্থাৎ পানিতে গুলিয়ে সেটা পান করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ওষুধের সাথে মধু ব্যবহার হয়।

এই হাদীসের একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো, 'মধু খাওয়ার পর প্রথমে সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল'। অনুরূপভাবে রুকইয়াহ করার সময়েও অনেকের সমস্যা বাড়তে পারে, তখন চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া যাবে না, নিয়ম মাফিক রুকইয়াহ করে যেতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এক সময় আরোগ্য পাওয়া যাবে।

৪. কালোজিরা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ

"আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজেদের জন্য এই কালোজিরার ব্যবহারকে আবশ্যক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।" [২৬]

[২৫] বুখারী : ৫৩৬০

[২৬] তিরমিযী : ২০৪১